যুগান্তর

তারিখ ... 14 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ২ ...

আজ নর্থ সাউথে যাচ্ছে ইউজিসির তদন্ত দল

জঙ্গিবাদবিরোধী কনভেনশন করবেন শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ বিস্তার রোধে মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের কনভেনশনের প্রস্তুতি চলছে। মাদ্রাসার ১০ হাজার অধ্যক্ষসহ প্রধানদের নিয়ে একটি পৃথক বৈঠক হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২২শ' কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়েও আগামী ২১ জুলাই ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউটে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বুধবার সরকারি-বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স ও ডিগ্রি কলেজের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৮ দফা নির্দেশনা জারি করেছে।

এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) ৪ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি দল তদন্তে যাচ্ছে। তদন্ত দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে আনার পাশাপাশি ১০টি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত দলে আছেন ইউজিসির দুই স্থায়ী সদস্য অধ্যাপক ড. দিল আফরোজা বেগম ও অধ্যাপক ড. শাহ নেওয়াজ আলী। অপর দু'জন হলেন ইউজিসির উপসচিব জেসমিন পারভীন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব বিষ্ণু মল্লিক। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অধ্যাপক ড. দিল আফরোজা বেগম বলেন, 'আমরা কাল (আজ) তদন্তে যাচ্ছি। তদন্তের আগে কিছুই বলা যাবে না।'

তবে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কিছু পাকিস্তানি ছাত্র লেখাপড়া করে বলে শুনেছি। তদন্ত দল এ বিষয়টিসহ সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদের

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইস্যুতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অন্যদের সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখবে। পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতিও অনুসন্ধান করবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ইউজিসি ৮-৯ মাস আগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত ও পরিদর্শন করে এসেছে। সেখানে বেশকিছু পর্যবেক্ষণ ছিল। আমরা ওই প্রতিবেদনের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে শোকজ করেছিলাম। ইউজিসির তদন্ত দল এখন আবার যাচ্ছে।

মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্র জানায়, ১২ জুলাই শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ইউজিসির চেয়ারম্যান সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনজন অতিরিক্ত সচিব ইউজিসি চেয়ারম্যানকে নিয়ে মন্ত্রীর দফতরের ভেতরেই আলাদা বৈঠক করেন। তখনই ইউজিসি চেয়ারম্যানকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কী কী দিক তদন্ত করতে হবে, সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়।

মোট ১০টি দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়। তা হচ্ছে— জঙ্গিবাদে উস্কানিতে সহায়ক কোনো সন্দেহভাজন শিক্ষক আছেন কিনা, লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের বই এখনও আছে কিনা, সরকারের চাহিদামতো নিখোঁজ ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের তালিকা করছে কিনা, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) আইন লংঘন করে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন কিনা, বিওটি সদস্যদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবস্থা কেমন ইত্যাদি।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বিওটিতে তিন সদস্য আছেন যাদের জামায়াত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আছে। এছাড়া কয়েকজন বিএনপিপন্থী এবং অসৎ ব্যবসায়ী আছেন। তাদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিপথে যাওয়ার পেছনে এসব ব্যক্তির পরোক্ষ ইন্ধন থাকতে পারে। কেননা, তাদের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়টির লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বই পাওয়া গেছে। গত অক্টোবরের তদন্ত প্রতিবেদনেও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছে ইউজিসি।

তদন্ত দল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিওটি সদস্যদের অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের দিকটিও নিরীক্ষা করবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল পরিচালনায় সরকারি আইন অনুসরণ পদ্ধতি, এ তহবিলের অর্থ ব্যয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, সাবেক ভিসির বিদেশ চলে যাওয়ার হেতু, ভিসির বেতনের ওপর কর ফাঁকি, অননুমোদিত ও সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি পরিস্থিতি ইত্যাদি দিক দেখা হবে।

এসব বিষয়ে কথা বলতে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, রেজিস্ট্রার, বিওটির একাধিক সদস্য এমনকি জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলা সম্ভব হয়নি। জনসংযোগ বিভাগের উপপরিচালক বেলাল আহমেদের মোবাইলে ফোন করলে একজন নারী জানান, স্যারেরা মিটিংয়ে আছেন। তবে ১০ জুলাই আলাপকালে বিওটি সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে শুধু ইসলামিক বই নয়, রামায়ণ, মহাভারতসহ অন্য ধর্মের বইও আছে। মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামী বই থাকতেই পারে। তবে তা জঙ্গিবাদের সহায়ক কিছু বলে মনে করি না।'

শিক্ষক কনভেনশন : এদিকে শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখতে এবার সোচ্চার হচ্ছেন মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকরা। এ লক্ষ্যে একটি জাতীয় কনভেনশন করা হবে। বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালের কক্ষে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় অংশ নেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, মহাসচিব মো. শাহেদুল খবির চৌধুরী। অধ্যাপক আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, সভায় জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের যুগ্ম সম্পাদক ও শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ফরিদ হোসেন এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইনছান আলী ও জালালউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আমরা অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গেও বসব। কনভেনশন থেকে আসা সুপারিশ শিক্ষকরা দৈনন্দিন কর্মজীবনে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদের ছোবল থেকে রক্ষার চেষ্টা করবেন। শিক্ষক হিসেবে কর্তব্যবোধ থেকে আমরা এ আয়োজন করছি। এটা পুরোপুরি অরাজনৈতিক কার্যক্রম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আট নির্দেশনা : জঙ্গিবাদে শিক্ষার্থীদের ভিড়ে যাওয়া বন্ধ করতে কলেজগুলোকে আট দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধ করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। বুধবার তিনি যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতো ১০ কার্যদিবস ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সে তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরও সে তথ্য জানাতে অনুরোধ করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া নির্দেশনার মধ্যে আরও আছে— শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা গ্রহণ। যেসব কলেজে আবাসিক হোস্টেল রয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের দৈনিক হাজিরা নিশ্চিত করা। প্রাইভেট শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের নজরদারি বৃদ্ধি করা।

গরহাজির শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে প্রেরণ। সহপাঠ কার্যক্রম (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড) নিয়মিত করা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে এসব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন মনিটরিং করা এবং অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ বিষয়টির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিম প্রেরণ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২২শ' কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে আগামী ২১ জুলাই ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে বৈঠক হবে। অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ জানান, এ বৈঠক থেকে অধ্যক্ষদের সরকারি নির্দেশনা জানানো হবে।

কলেজ-মাদ্রাসার প্রধানদের বৈঠক : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা বুধবার যুগান্তরকে বলেন, জঙ্গিবাদ থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সরকারি দিকনির্দেশনা জানাতে বৈঠক করব আমরা। ভেন্যু ও তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এতে প্রায় ১০ হাজার অধ্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান যোগ দেবেন বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, এরই মধ্যে আগামী ১৭ জুলাই সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং ২৩ জুলাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে বৈঠক করবে সরকার।